গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

‘বছরে ইঁদুর খাচ্ছে শস্য লক্ষ লক্ষ টন, খাদ্যে ঘাটতি রুখতে দরকার ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ ’এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ইঁদুর পানিতে চুবিয়ে নিধন অভিযানের উদ্বোধনী শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসার খোন্দকার সহিদুর রহমান, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার রাসেল রানা প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব আলম, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।
এ অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শাহীন রেজা জুয়েলসহ কয়েকজন কৃষক ।

ইঁদুর নিধন নিয়ে বক্তারা বলেন, ইঁদুর আমাদের জাতীয় শত্রু। ইঁদুর প্রতি বছর চাষীদের উৎপাদিত ফসলের অনেকখানি ফসল নষ্ট করে দেয়।পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এক সময় সাপ, পেঁচা, ঈগল পাখী, শকুন, চিল ইত্যাদি পাখী ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেসব প্রাণী বিলুপ্ত প্রায়্। তাই আমাদের সমন্বিত ভাবে ইঁদুর নিধন করতে হবে।

ইঁদুর এর ভয়াবহতাসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন। বিভিন্ন ভাবে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন তিনি। গ্যাস টোপ, নানা রকম ফাঁদ পেতে, গর্তে পানি ঢেলে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন লাভলী খাতুন।‘জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে ইঁদুর নিধনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন’ শ্লোগানকে নিয়ে ইঁদুর নিধন অভিযান -২০২২ উদযাপন উপলক্ষে

বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী,উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ শতাধীক কৃষক অংশ নেয়।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন লিংকন সভাপতি, পাভেল সম্পাদক

আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের দ্বি বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার (৬ নভেম্বর) বার্ষিক নির্বাচনে এম এ লিংকন সভাপতি ও এমএন পাভেল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে এমএ লিংকন পেয়েছেন ৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী কানন পান ৬ ভোট ও অপর প্রার্থী হারুন অর রশিদ রবি পেয়েছেন মাত্র ১ ভোট, সাধারণ সম্পাদক পদে ৯ ভোট পেয়ে এমএন পাভেল নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লিটন মাহমুদ পান ৬ ভোট।

নির্বাচনে অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাসসের মেহেরপুর প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, চ্যানেল নাইনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু নাসের চৌধুরী, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ, মাজেদুল হক মানিক।

নির্বাচনে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনের দায়ীত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ত্ব সিরাজুল ইসলাম। এছাড়া নির্বাচন কমিশন ছিলেন আবুল কাশেম অনুরাগী ও বদরুজ্জামান লাল্টু।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শামিম রেজা ওরফে শামিমকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল রবিবার অতিগোপনে মেহেরপুরের একটি আদালতে শামিম রেজা আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মোখলেসুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তাকে ৬ সপ্তাহের জন্য পুলিশি হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেন বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলমের বেঞ্চ। একই সঙ্গে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে নিম্ম আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।
এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে

বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।
গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ২০ অক্টোবর শামিম রেজাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ শিরোনামে ফলোআপ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন। বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।
“অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে

জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।
তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে পুলিশ বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শামিম রেজাও পুলিশের মামলার অন্যতম আসামি। তাকে দিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বর্তমানে কারান্তরিণ রয়েছেন।

তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই

থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদের লিংঙ্ক নিচে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ দুই যুবক আটক

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন ময়ামারি সড়কে অভিযান চালিয়ে ২ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

রবিবার বিকালে ডিবির এসআই জুম্মান খানের নেতৃত্বে ডিবির একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মেহেরপুর যাদবপুর মোড়ের মৃত জমির উদ্দিনের ছেলে শাহানুর হোসেন ওরফে স্বাধীন (২৮) ও মাগুড়া শহরের বাঁশকোঠা এলাকার হারুন শেখের ছেলে শিমুল শেখ(২৭) কে আটক করে। এবং তাদের কাছে থেকে বাজাজ পালসার ব্র্যাণ্ডের মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই জম্মান খানের নেতৃত্ব পুলিশের একটি দল ময়ামারি সড়কে অবস্থান নেয়। এসময় স্বাধীন ও শিমুলকে মোটরসাইকেলযোগে আসতে দেখে । এসময় তাদের চ্যালেঞ্জ

করে তল্লাশি চালাতে গেলে তারা মোটরসাইকেল ফেল পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাদের আটক করে তাদের কাছে থেকে ২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে তারা স্বীকারোক্তীতে জানায়, ময়ামার সড়কের টপির কাছে থেকে মাঝে মধ্যে তারা ফেন্সিডিল কিনে সেবন করে থাকে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের সমন্বয়ে কিট প্যারেড রবিবার সকালে পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯ টার সময় এ কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কিট প্যারেডে অভিবাদন গ্রহন করেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম ।

কিট প্যারেডে পুলিশ সুপার জেলা পুলিশের সকল অফিসার ও ফোর্সদের নামে সরকারি ইস্যুকৃত ইউনিফর্ম, বেল্ট, হ্যান্ড কাপ, সুজ, অস্ত্র ও গুলিসহ আনুষাঙ্গিক জিনিস পত্র পরিদর্শন করেন। পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ফিটনেসও পর্যবেহ্মণ করেন।

পুলিশ সুপার বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ একটি সু-শৃঙ্খল বাহিনী। এই বাহিনীর পোশাকেও তার বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। তিনি ফোর্সদের পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে জনগনের আস্থা অর্জন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

কিটস প্যারেডে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোঃ জামিরুল ইসলাম সহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযান

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে মেয়াদবিহীন, মানসম্পন্ন নয়,খাবারের সাথে বিভিন্ন খেলনা, নমুনা টাকার বান্ডেল সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী জব্দ করে জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে ।

রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে সেনেটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।

কুলবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গাংনী উপজেলার গাড়াবড়ীয়া গ্রামের মহিরল এসব পণ্য বিক্রি করছিলেন।
নিরাপদ খাদ আইন ২০১৩ অনুযায়ী এগুলো জব্দ করে জব্দ করে জনসম্মুখে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

মেহেরপুরে এইচএসসি দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষার্থী ৫৮৬৮ জন

করোনার দীর্ঘ অপেক্ষার পর মেহেরপুরের ১৪ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে শুরু হয়েছে এইচএসসি, ভোকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষা। দীর্ঘ দিন পর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা শুরু হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা গেছে নানা ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা।

চলতি এইচএসসি, ভোকেশনাল ও দাখিল বাংলা ১মপত্র পরীক্ষায় ৫৮৬৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন।

এর মধ্যে এইসএসসি পরীক্ষার্থী ৪ হাজার ৯০০, ভোকেশনাল শাখায় ৮১২ ও দাখিল শাখায় ১৫৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।
মেহেরপুর জেলায় মোট ১৪ টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের দেওয়া সংক্ষিপ্ত

বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, মেহেরপুর জেলার কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের সন্তানেরা যাতে সুন্দর ভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রগুলোতে সব ধরনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের হাত দিয়েই আগামীর বাংলাদেশ। তারা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে, দেশকে এগিয়ে নেবে। তারাও আগামিতে বাংলাদেশের পরীক্ষা নেবে। তাদের জীবনে আজকে এই এইচএসসি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয় শুরু হলো। তারা নিজেদের তৈরীর করার মধ্য দিয়ে এই দেশকে কিছু দেবে। এই দেশ হবে সমৃদ্ধ।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু ও নারীসহ ৫ জন আহত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বনবিভাগপাড়া এলাকায় কুকুরের সাথে পাখি ভ্যানের ধাক্কায় শিশু ও নারীসহ ৫জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে ১ জন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও ৪ জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামের জামিরুল ইসলামের স্ত্রী লাইলী খাতুন (৪৫), তার ছেলে মোরছালিন (৪), গজাড়িয়া হেমায়েতপুর গ্রামের আইনাল হকের স্ত্রী রুপা খাতুন (৩৪) তার মেয়ে ইরিন খাতুন (১৪) ও একই উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের আসাদুজ্জামানের স্ত্রী নিলা খাতুন (৫৫)।

আজ রবিবার (৬ অক্টোবর) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বনবিভাগপাড়া এলাকায় কুকুরের সাথে পাখি ভ্যানের ধাক্কায় রাস্তার উপর ভ্যানটি উল্টে গেলে তারা আাহত হন।

আহতদের মধ্যে নিলা খাতুনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আহত ইরিন খাতুন বলেন, তারা পাখি ভ্যানে চড়ে তার এক আত্মীয়কে দেখতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। গাংনী বনবিভাগ পাড়া এলাকায় একটি কুকুর রাস্তা পার হচ্ছিল। পাখি ভ্যানটি তার শরীরের উপরে চলে গেলে ভ্যাসনি উল্টে গিয়ে তারা আহত হন।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

মেহেরপুরে ২শ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর শহরের প্রান্তিক সিনেমা হল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২শ গ্রাম গাঁজাসহ আবুল খায়ের (৫৪) কে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ।

গতকাল শনিবার দুপুরে ডিবির এসআই বিশ্বজিৎ সরকারের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএসআই মাসুদ রানা অভিযানে অংশ নেন।

ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পাওয়া যায় শহরের প্রান্তিক সিনেমা হল এলাকার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে আবুল খায়েরের বাড়িতে মাদকদ্রব্য বিক্রয় চলছে। এমন খবরের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে ৮৩ পুরিয়া গাঁজাসহ (২শ গ্রাম) তাকে আবুল খায়েরকে আটক করে সদর থানায় মামলা দিয়ে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি

আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয় কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল হাদীর সভাপতিত্বে মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব মোঃ হামিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জাতীয় পার্টি চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সভাপতি এডভোকেট সোহরাব হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস খোকন, জাতীয় পার্টি চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ জাহিদ হোসেন, মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব সুমন পারভেজ, মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) খিলাফত আলী, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ খাইরুল বাশার মিঠু, জাতীয় যুব সংহতি মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মোঃ মাহমুদুল হাসান সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।